০৩-০১-১৭ প্রাতঃমুরলী ওম্-শান্তি "বাপদাদা" মধুবন

"মিষ্টি বাচ্চারা - সঙ্গমযুগে বাবা এসেছেন, বাচ্চারা তোমাদেরকে অন্তর্ হৃদয় থেকে আর মন প্রাণ দিয়ে সেবা করার জন্য, এখন এই ড্রামা সম্পূর্ণ হতে চলেছে - তোমাদের সবাইকে ঘরে ফিরতে হবে "

*প্রশ্ন :- এখন বাচ্চারা তোমাদের কর্মাতীত অবস্থা হতে পারবে না, অন্তিম কালেই হবে -- কেন?

উত্তর :- কেননা তুমি আত্মা যখন কর্মাতীত অবস্থায় পৌছবে তখন তোমাদের শরীর পবিত্র তত্ব দিয়ে তৈরি হওয়া দরকার । এখন তো এই পাঁচ তত্ব পতিত হয়ে গেছে । যখন তত্ব সব পবিত্র হবে তখনই কর্মাতীত অবস্থা প্রাপ্ত হবে । বাচ্চারা তোমরা যখন সম্পূর্ণরূপে পবিত্র হয়ে যাবে, তখন এখানে থাকাও সম্ভব হবে না । পবিত্র হলে পরেই পবিত্র দুনিয়ার শরীর চাই, এই জন্য তোমরা এখন হাফ কাস্ট আছো, অন্তিমে তোমাদের বুদ্ধি পুরোপুরি স্থির হয়ে যাবে, তোমরা পবিত্র হয়ে যাবে, তোমাদের সব বিকর্ম বিনাশ হয়ে যাবে , আর তোমাদের কর্মাতীত অবস্থা পেয়ে যাবে ।

গান :- ওগো দূরদেশের নিবাসী ....

ওম শান্তি । দূর দেশের নিবাসী মুসাফির, যে মুসাফিরকে মনুষ্যমাত্র অথবা জীব আত্মা স্মরণ করে থাকে নিশ্চয়ই । বাস্তবে কিন্তু সব জীব আত্মা কিন্তু মুসাফির । যেমন বাবাকে পরমধাম থেকে আসতে হয় তেমনি বাচ্চারা তোমরাও পরমধাম থেকে এসেছো — এই পার্ট অভিনয় করতে । আমাকে তো সমস্ত কল্পে একবারই আসতে হয় । এই জন্য আমাকে বলা হয় "রিইনকারনেশান " তোমরা একবার এখানে আসো আর পুনর্জন্ম নিতে থাকো । আমি একবারই বাচ্চাদেরকে মনে প্রাণে, আদর ও প্রেম দিয়ে সেবা করতে আসি । সব বাচ্চারাই তো বাবার খুব প্রিয়, তাই না । এমন কোনো পিতা নেই যে নিজের বাচ্চাদের ভালোবাসে না । বাচ্চাদের তো বাবার থেকেই বর্সা (অধিকার) প্রাপ্ত হয় । উনি হলেন হদের বাবা আর ইনি হলেন বেহদের বাবা । এটা তো কেউ জানে না যে বাবা কবে আসবেন । বাবা বলছেন যে মিষ্টি বাচ্চারা, এখন তো ড্রামা সম্পূর্ণ হতে চলেছে এখন ঘরে ফেরত যেতে হবে । পথ তো কেউ জানে না । খালি বলে দেয় যে বৈকুন্ঠবাসী হয়েছে, পার নির্বাণ হয়ে গেছে । তোমরা তো এখন জানো যে মধ্যখান থেকে কেউ ফেরত যেতে পারবে না । যখন সবার পার্ট সম্পূর্ণ হবে তখন বাবাকে আসতে হবে । তোমরা এখন জানো যে, আমরা সব আত্মারা যখন শরীরে আছি তো শারীরিক সম্পর্কে সবাই ভাই বোন হয়ে আছি । প্রত্যেককে নিজের নিজের পার্ট পুরো করতে হবে । তারপর সবাইকে নিজের নিজের সময় অনুযায়ী পার্ট রিপিট করতে হবে । বাবাকে সবাই স্মরণ করে, বলে হে! পতিত পাবন আসুন, হে! সীতা, হে! রাম আসুন । এক রাম, এক সীতার জন্য থোড়াই আসবে । সমস্ত সীতার জন্য একই রাম আছেন । সমস্ত বাচ্চারা স্মরণ করে, ভক্তি করে । এই ড্রামা পাঁচ হাজার বছরের । বাবা বলেন - তোমরা নিজেদের জন্ম জানো না, আমি জানি । লাখো বর্ষের কথা তো কেউ বলতে পারবে না ।প্রধান এবং প্রথম কথা হলো যে গীতার ভগবান কে? ড্রামা অনুযায়ী সব ভুলছো , তাই তো বাবা এসেছেন । কেবলমাত্র গীতা পড়লেই কিছু হবে না । বাবা স্বয়ং এসে রাজযোগ শেখান

আমাদের । বাবা বলেন যে এই যে নতুন নতুন কথা তোমাদের শুনিয়ে থাকি, সেই সমস্ত প্রায় লুপ্ত হয়ে যাবে । এই পরম্পরা চলে না । আরো যারা আসে ওদের জ্ঞান তো অন্তিম অবধি চলবে । এক দুইজনকে শুনিয়ে থাকি । এখানে তো না কেউ শুনবে , আর না শোনাবার মতো থাকবে । সবাই চলে যাবে । ওখানে তো এটাও কেউ জানে না যে আমরা ১৬ কলা সম্পন্ন । ওটা তো প্রালব্ধ । ১৬ কলা থেকে আবার ১৪ কলা হবে – এটা জানা থাকলে তো রাজা হবার আনন্দ চলে যাবে । বাবা বোঝাচ্ছেন যে – উঁচু থেকে উঁচু ধর্ম শাস্ত্র আগে থাকা উচিত । দেবী দেবতার ধর্ম ধর্ম স্থাপনকারীদের ভুলে গেছে। যত না গীতার মহিমা তার থেকেও বেশি যে জ্ঞান শোনায় তার মহিমা বেশি । আর কোনো ধর্ম স্থাপনকারীদের ভগবান বলা যায় না । ভগবান তো একই নিরাকার হন, বাদবাকি সব সাকার । মহিমা বর্ণনা করা হয়েছে যে শ্রীমত ভগবদ গীতা । উনি সবার সদগতি দাতা । এই সময় সবাই তমোপ্রধান হয়ে গেছে, মৃত্যুমুখী হয়ে আছে । এবার বাবা এসে সবাইকে জাগৃত করেন। এই পুরানো দুনিয়া তো শেষ হয়ে যাবে । সরষের মতন সব পিষে যাবে ।সত্যযুগে খুব ছোটো দৈবি ঝাড় হবে । ভগবানকে সবাই স্মরণ করে, হে! ভগবান, হে! সত্যখন্ড স্থাপনকারী..... কিন্তু কবে আসবেন ? শাস্ত্রে তো লাখো বর্ষের কথা লিখে দেয়া হয় । এটাকেই অন্ধবিশ্বাস বলা হয় । এখন তো তোমরা জানো যে আমাদের বাবা জ্ঞানের সাগর । দ্বিতীয় কেউ জ্ঞানের সাগর হতে পারে না । জ্ঞানের সাগর বাবা দূরদেশের থেকে আমাদের কাছে আসেন । আমরা সব অন্ধকারে ডুবে ছিলাম । জানতাম না যে ড্রামাতে আমরা সবাই অভিনেতা হিসেবে আছি ।

উঁচু থেকে উঁচু কে, এটা জানা দরকার । কেবলমাত্র উনি সর্বব্যাপী, এই জ্ঞান হয়ে গেলেই কি হবে ! যদি সর্বব্যাপী হয় তাহলে তো ভক্তিও করতে পারবে না । এটাকেই বলা হয় অজ্ঞানতা । এখন তোমরা সব জানো যে সবার সদগতি দাতা হলেন বাবা । ওনার নামই হলো পরমপিতা পরমাত্মা শিব । উনি পিতারও পিতা । জন্ম জন্মান্তর ধরে লৌকিক পিতা পেয়ে আসছে। উঁচু থেকে উঁচু হলেন বাবা তারপর নম্বর অনুযায়ী সব আসবে । প্রথমে তো দেবি দেবতারা ধাপে ধাপে নামবেন । এখন সেই রচনা বাবার দ্বারা রচিত হচ্ছে । ব্রহ্মার দ্বারা ব্রাহ্মণেরা কেমন রচিত হবেন । প্রজাপিতা ব্রহ্মার দ্বারা অ্যাডপ্ট করা হয় । বাচ্চারা বলে বাবা আমরা আপনার ছিলাম, এখনও আপনার আছি । প্রথমে তো আমরা সত্যযুগে এসেছিলাম।

এই সময় তোমরা হাফ কাষ্ট হয়ে আছো । শুদ্র থেকে ব্রাহ্মণে পরিণত হচ্ছো । সম্পূর্ণ পবিত্র, কর্মাতীত পরে হবে । পরে বুদ্ধিযোগ একদম ঠিকঠাক হয়ে যাবে আর বিকর্ম সব ভষ্ম হয়ে যাবে । তাসত্বেও এখানে কেউ তোমাদের কেউ পবিত্র বলবে না কেননা এখন এই শরীর পতিত হয়ে আছি । এখন পতিত থেকে পবিত্র হচ্ছো । তারপর সত্যযুগে শরীরও পবিত্র প্রাপ্ত হবে । সম্পূর্ণ পবিত্র হয়ে গেলে এখানে আর থাকতে পারবে না । যখন আত্মা পবিত্র হয়ে যাবে । তাহলে তো পাঁচ তত্ব পবিত্র হয়ে যাবে । এখন বাচ্চারা তোমরা সঙ্গমে উপস্থিত আছো । সত্যিকারের কুম্ভ মেলা এটাই । গঙ্গা জলে গমন -- এই হলো ভক্তি মার্গ । সন্ন্যাসীরা স্নান করতে যান -- তারপরও বলেন আত্মা নির্লিপ্ত থাকে । বাবা বলেন ভক্তি মার্গে তোমরা অনেক কিছু শুনেছো । এখন বিচার বিবেচনা করো যে সঠিক কোনটা । এই হলো

অমর কথা যার দ্বারা তোমরা অমরপুরীর মালিক হতে পারো, তোমাদের কখনো কাল গ্রাস করতে পারবে না । ওখানে কখনো এমন বলা হবে না যে ওমুকের মৃত্যু হয়েছে । এখানে তো কত মৃত্যুর ভয় থাকে। ওখানে কেবল পোষাক বদলানো হয় । ভারতের মহিমা খুব উচ্চ । যতটা বাবার মহিমা ততটাই ভারতের মহিমা । ভারতে এখনও পর্যন্ত অনেক মন্দির বানানো হচ্ছে । এই সব কথা পরমপ্রিয় বাবা বাচ্চাদের বোঝাচ্ছেন । এরা তো আমারই সন্তান । কিন্তু তোমরাও পরমপ্রিয় হয়ে যাও । লক্ষী নারায়ণ না জানি কত দিন ধরে রাজত্ব করে গেছেন । রাধে কৃষ্ণের জন্মদিন পালন করা হয় । লক্ষী নারায়ণের কথা কিছু জানা নেই । রামকে ত্রেতাতে দেখানো হয়েছে। কৃষ্ণকে দ্বাপরে দেখানো হয়েছে । রাধে কৃষ্ণ আছেন সত্যযুগে । এই সব তোমরা তো জানোই । সমস্ত ধর্ম কেমন ভাবে রিপিট হবে, ওমুক ধর্ম সংস্থাপক কবে আসবেন । তারা ভাবে ধর্ম স্থাপন করে ফেরত চলে যাবেন । আরে! তাহলে পালন কে করবেন ! প্রত্যেক মানুষ রচনা রচিত করে পালন করে । বিনাশ করে না । হদের রচনা কারী বাবা অল্পকালের ক্ষণ ভঙ্গুর সুখ দিতে পারেন । কারোর যদি সন্তান না হয় তাহলে বলবে যে আমাদের কুলের বৃদ্ধি কেমন করে হবে। বাবা বলেন এই সময় সবাই পতিত ভ্রষ্টাচারী হয়ে গেছে । একটা গান আছে – বলা হয় ভারতের কি হাল হয়েছে । তারপর অন্য গানে আছে যে আমাদের ভারত সবথেকে উঁচুতে আছে । এখন কি উঁচুতে আছে ? না । এখন তো একদমই পতিত হয়ে গেছে । বাবা বলেন বাচ্চারা ধৈর্য ধরো, এটাও একটা নাটক । এখন দুঃখের দিন শেষ হয়ে সুখের দিন আগত । এই নরককে স্বর্গে পরিণত করতে পরমধাম নিবাসী বাবা নিজের দেশকে পর করে এখানে আসেন । বাবা বলেন এই হলো আমার জন্ম স্থান । নাহলে তো কেউ বলো যে নিরাকার বাবা কোথায় এসেছেন, কোন শরীরে এসেছেন ? কখন এসেছেন ? কি করতে এসেছেন ? কেউ বলতে পারবে না । বাচ্চারা তোমরা জানো যে পরমপিতা পরমাত্মা কেমন করে এসে পতিতদের পবিত্র বানান । বাবা বলেন বাচ্চারা এছাড়া আমার কাছে আর কোন উপশমের উপায় নেই । প্রিয় বাচ্চারা, তোমরা আমাকে পতিত পাবন বলো, সর্বশক্তিমান বলো । এখন তোমাদের শক্তি চাই পাঁচ বিকার জয় করার জন্য । হিংস্র লড়াই এখানকার জন্য নয় । এ হলো গুপ্ত । কেবলমাত্র আমাকে স্মরণ করো । একে বলা হয় অজপাজপ । এখন সবার বাণপ্রস্থ অবস্থা, সবাইকে ফেরত যেতে হবে । সেটা হলো শান্তিধাম । ওখান থেকে অটোমেটিক তোমরা সুখধামে চলে যাবে । শান্তি তোমাদের স্বধর্ম । এমনিতে তো এই রাবণ রাজ্যে শান্তি পাওয়া যায় না । বাকি অল্প সময়ের জন্য চাইলে পরে অশরীরী হয়ে বসে থাকতে পারো । শান্তি তো সবারই চাই । যদি ১০১ কোটি জনও শান্তিতে বসে থাকে তাহলেও শান্তি হতে পারবে না । এই হলো অশান্তির দুনিয়া । শান্তির জন্য কোনো রায় জারি হতে পারে না । এটাতো গড ফাদারের দায়িত্ব । তোমরা জানো যে এখানে দেবি দেবতার রাজত্ব ছিলো, যাকে বৈকুন্ঠ বলা হয় । এখন কলিযুগের অন্তিম কাল, দুঃখধাম এটা । ওই হলো শান্তিধাম, মিষ্টি ঘর । মিষ্টি বাবাও এখানে থাকেন । ওইটা হলো সুখধাম, এইটা হলো দুঃখধাম । এর মাঝে অন্য আরো ধর্ম বার হয় । বৃদ্ধি হতে থাকে । ওনারা তো কল্পের আয়ু লাখো বছরের বলে দিয়েছেন, একে বলা হয় ঘোর অন্ধকার, সত্যযুগ হলো আলোয় আলোকিত । মূলবতনে অপার শান্তি থাকে । এখানে আমরা পার্ট প্লে করতে এসেছি । বাবা বলেন –

হে ! আত্মারা শুনছো -- নিজের কান রূপী অরগ্যান (organ) দ্বারা ? তোমাদের স্মরণ আছে – – এই ড্রামার চক্র কেমন করে পুনরাবৃত্ত হচ্ছে । তোমরা এখন ত্রিকালদর্শী । তোমরা ব্রাহ্মণেরা ছাড়া আর কেউ ত্রিকালদর্শী হয় না । ঋষি – মুনিরা বলেন আমরা ঈশ্বরকে জানি

না, আমরা নাস্তিক । এখন তোমরা আস্তিক হয়েছো । বাবা আর সৃষ্টি চক্রের আদি- মধ্য - অন্ত জানো । তোমরা তিন লোকর জ্ঞান প্রাপ্ত করেছো । তোমাদের ছাড়া আর কারোর এই জ্ঞান নেই । লক্ষী - নারায়ণকে না তো ত্রিলোকীনাথ আর না তো ত্রিকালদর্শী বলা হবে। ত্রিলোকীনাথ মানুষ হতে পারে না । তোমরা তিন লোক আর তিন কালকে জানতে পারবে । লক্ষী নারায়ণেরও ত্রিলোকের জ্ঞান নেই । বিষ্ণুকে স্বদর্শন চক্রধারী দেখানো হয়েছে । এখানে বিষ্ণুর দুটো রূপ দেখানো হয়েছে লক্ষী নারায়ণ, রাধে কৃষ্ণই লক্ষী নারায়ণ হয়ে যান । এই সময় কত তাঁদের স্মৃতিতে কত মন্দির বানানো হয়েছে । কিন্তু এর বায়োগ্রাফি তো জানা দরকার । উঁচু থেকে উঁচু ভগবান' একজনই , ওনার নাম হলো "শিব "। রুদ্র বলা হয় । এই হলো রুদ্র জ্ঞান যজ্ঞ, কৃষ্ণের জ্ঞান যজ্ঞ তো হয় না । কৃষ্ণ তো সত্যযুগের প্রিন্স ছিলেন । উনি কি যজ্ঞ রচনা করবেন । রুদ্র যজ্ঞের দ্বারা বিনাশ জ্বালা প্রজ্বলিত হয় । সত্যযুগে যজ্ঞ রচনা করবার দরকার পড়ে না । এই জ্ঞান যজ্ঞ ছাড়া অন্য সব কিছু হলো জাগতিক যজ্ঞ । বাবা বুঝিয়েছেন যে একে যজ্ঞ কেন বলা হয় । এই যা কিছু সামগ্রী পুরোনো দুনিয়ার আছে সেই সব কিছু এতে (জ্ঞান যজ্ঞ) স্বাহা হয়ে যাবে এই জন্য বলা হয়েছে যে --পরমপিতা পরমাত্মা যজ্ঞ রচনা করেছেন, যার ফলে মানুষ দেবতায় পরিণত হয় । দেবতাদের পদচিহ্ন পুরোনো দুনিয়ায় পড়ে না ।. তোমাদের তো বাবা সব কিছু সাক্ষাৎকার করিয়ে দিয়েছেন । আচ্ছা ।

মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি (সিকীলধে) বাচ্চাদের প্রতি মাতা পিতা বাপদাদার ভালোবাসা ও স্মরণ আর সুপ্রভাত । রুহানি বাবার রুহানি বাচ্চাদের নমস্কার ।

ধারনার জন্য মুখ্য সার :-

১) নিজের শান্ত স্বধর্ম সর্বদা বজায় রাখতে হবে। এই হলো বাণপ্রস্থ অবস্থা, ঘরে ফিরতে হবে এই জন্য বাবার স্মরণে অজপাজপ চলতে থাকবে ।

২) কর্মাতীত হতে গেলে সম্পূর্ণ পবিত্র হতে হবে । যা কিছু বিকর্মের বোঝা আছে সেই সব স্মরণের যাত্রায় থেকে নামিয়ে দিতে হবে । স্মরণের শক্তির দ্বারা বিকার জয় করতে হবে ।

বরদান :- বাবার সাহায্যের দ্বারা আনন্দ উৎসাহ আর ক্লান্তিহীনতার অনুভবে থাকার মতন কর্মযোগী ভবঃ

কর্মযোগী বাচ্চাদের কর্মের সময় বাবার সাথে থাকার জন্য অধিক সাহায্য প্রাপ্ত হয় । কোনো কাজ যতই কঠিন হোক না কেন , বাবার সাহায্য- আনন্দ - উৎসাহ , সাহস আর ক্লান্তিহীন থাকার শক্তি প্রদান করে । যেই কার্যে আনন্দ ও উৎসাহ থাকে সেই কাজ অবশ্যই সফল হবে । বাবা নিজের হাতে কাজ করেন না কিন্তু সাহায্য দেবার কাজ অবশ্যই করেন । তাহলে স্বয়ং আর বাবা -- এমন কর্মযোগী স্থিতি যদি থাকে তাহলে কখনো ক্লান্তিহীনতার অনুভব হবে না ।

স্লোগান :- "আমার" এর মধ্যেই আকর্ষণ থাকে সেইজন্য "আমি" -- কে "তুমি" তে পরিবর্তন করে দাও ।